R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৭ সাল
৮ই আগষ্ট, ১৯৯০ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

বীরভূম-মুর্শিদাবাদ রুটে মাসাধিককাল বেসরকারী বাস বন্ধে যাত্রীদের দুর্গতি চরমে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বীরভূম-মুর্শিদাবাদ দুই জেলার বাস মালিক ও আর টি ও দের কবি লড়াই-এ মাসাধিককাল ধরে উভয় জেলার মধ্যে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রী সাধারণের দুর্গতি চরমে উঠেছে। এদিকে মিটমাটেরও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উভয় তরফের দাবী মীমাংসার কোন সমাধান সূত্র এখনও পাওয়া যায়নি। গত ১৭ জুলাই বহরমপুর সার্কিট হাউসে বাস মালিকদের প্রতিনিধি এবং দুই জেলার আর টি ওর এক সভা বসে। কিন্তু উভয় পক্ষের জেদে শেষ পর্যন্ত সে সভা ভেস্তে যায়। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবীতে অনড় থাকেন বলে খবর। এই বিরোধের কারণ সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা হলো—মুর্শিদাবাদের আর টি ও জঙ্গিপুর থেকে আসানসোল পর্যন্ত একটি গাড়ীকে আইন ও উভয় জেলার স্বীকৃত চুক্তি মতই অস্থায়ী রুট পারমিট দেন। গাড়ীটি ২০ এপ্রিল থেকে চলতেও শুরু করে কিন্তু এর প্রতিবাদে বীরভূমের বাস মালিকরা মুর্শিদাবাদের ২টি গাড়ীর প্যাসেঞ্জার রামপুরহাটে নামিয়ে দিয়ে খালি (২য় পৃষ্ঠায়)

বন্যায় ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা দাবী

ধুলিয়ান ঃ বর্তমানে ফরাক্কায় গঙ্গার জল বিপদ সীমার উপরে বইছে। ধুলিয়ান শহর গঙ্গা নদীর ধারেই অবস্থিত। গঙ্গা নদীর উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়েই শহরের প্রধান অংশ। শহরের ১৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১নং, ৩নং ও ১২নং ওয়ার্ডগুলি সবই উত্তর পাড়ে। পূর্ব্ব পাড়ে ১৩নং ও ১৪নং ওয়ার্ড। সব কটি ওয়ার্ড ফি বছর গঙ্গার জলস্ফীতির ফলে বন্যায় ডুবে যায়। ধুলিয়ান শহরে জল ঢোকার ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহও প্লাবিত হয়। ফলে জনগণের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। এই বন্যাকে রোধ করা অসম্ভব হতো না যদি সরকার গঙ্গার পাড় বাঁধার কাজ সম্পূর্ণ করতেন। বন্যার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, অথচ বন্যারোধে কোন স্থায়ী প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে না। বন্যার সময় স্থানীয় বিধায়ক ও এম পি বন্যা কবলিত কিছু দরিদ্র জনসাধারণকে যৎ-সামান্য জি আর এবং ছিঁটে ফোঁটা ত্রিপল দেবার ব্যবস্থা করেই তখনকার মত সরকারী দায় দায়িত্ব শেষ করেন। প্রতি বছর বন্যার সময় অশান্ত গঙ্গাকে আয়ত্তে আনার জন্য বিহার থেকে পাথরের বোল্ডার এনে ফেলা হয়। এমন কি সেচ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বাঁশের (২য় পৃষ্ঠায়)

মুর্শিদাবাদ-রাজশাহী জেলা প্রশাসনের মধ্যে বৈঠক

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জেলা সমাহর্ত্তারা প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বৈঠক করলেন। খবর মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালানের ব্যাপারে এ বছরের সৌজন্যমূলক আলোচনা সভা বসে বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে। উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালে বহরমপুর সার্কিট হাউসে মুর্শিদাবাদ জেলার তদানীন্তন জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ও রাজশাহীর জেলা শাসকের মধ্যে সর্ব্বশেষ আলোচনার পর এই ছয় বছর নানা কারণে আলোচনা বন্ধ থাকে। এ বছর জুলাই এর শেষ সপ্তাহে আবার আলোচনা শুরু করার প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় ঐ সভা রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ডাকে মুর্শিদাবাদের ডি এম, এস পি, বি এস এফের কমাণ্ডার, জেলা ল্যাণ্ড রিফর্ম অফিসার ও জঙ্গিপুরের এস ডি ও গত ২৪ জুলাই রাজশাহী (৩য় পৃষ্ঠায়)

ডাক টিকিটের অভাবে পার্শেল বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় বড় ডাকঘরে ও তার অধীন মহকুমার অন্যান্য ডাকঘরগুলিতে ২/৩ মাস থেকে বেশী দামের কোন টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে রেজিস্ট্রী চিঠি বা পার্শেল পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জঙ্গিপুরের সিল্ক খাদি ব্যবসায়ীরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। কেন না ডাক যোগেই তাঁদের অধিকাংশ কাজ কারবার চলে। স্থানীয় কলেজের এক অধ্যাপক অভিযোগ জানান, তিনি প্রায় ৩/৪ দিন বিভিন্ন ডাকঘরে চেষ্টা করেও পরীক্ষার খাতা পাঠাতে পারেননি। বড় ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, যথারীতি ইনডেণ্ট দেওয়া সত্ত্বেও বড়বাজার (কলকাতা) ষ্ট্যাম্প ষ্টোর থেকে টিকিট ঠিকমত না আসায় এই বিপর্যয়। উল্লেখ্য পূর্ব্বে নাসিক থেকে ডাক টিকিট, খাম, পোষ্ট কার্ড ইনল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্য (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

চাল তেলের মত দোকানে দোকানে চুল্লু বিক্রি হচ্ছে

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের অভিযোগ এখানে ষ্টেশন চত্বরে, চা পানের দোকানে এমন কি মুদিখানার দোকানেও প্রকাশ্যে চুল্লু বিক্রি হচ্ছে। আবগারী বিভাগের সঙ্গে এদের গোপন আঁতাতের সন্দেহ করছেন সকলে। তাঁদের আরও অভিযোগ রাজনৈতিক দলগুলিই এই সব বিক্রেতাদের মদতদাতা। প্রকাশ্যে লোহাপুর থেকে চুল্লু আসে ট্রেনে, বাসে, সাইকেলে। প্রশাসন ঘুমিয়ে আছে পয়সার 'ক্যামপোজ' খেয়ে। লোহাপুরের সুমিষ্ট চুল্লু 'লোহাপুরী' নামে বিক্রি হয় দোকানে দোকানে। নেশাগ্রস্তদের যোগান সর্ব্বদাই প্রস্তুত, শুধু পয়সা দিয়ে চাওয়ার অপেক্ষা। এত সহজ প্রাপ্য কম মূল্যের নেশার সামগ্রীর অঢেল (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৭ সাল

এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ

কবিগুরু বলিয়াছেন : 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,/ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'। সংশ্লিষ্ট কবিতায় কবি দেশবাসী সম্বন্ধে যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তিনি আজ থাকিলে দেখিতেন, সে সবই 'স্বপ্নো নু, মায়া নু'। উল্লেখিত কবিতার তৎকৃত ইংরাজী তর্জমার শেষ পংক্তি : ইনটু দ্যাট্ হেভেন্ অব্ ফ্রীডম্ মাই ফাদার, লেট্ মাই কান্ট্রি অ্যাওয়েক'। ইহারই সূত্র ধরিয়া আজ দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার দেশ সত্যই স্বাধীনতার অন্য এক স্বর্গলোক হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার কাঙ্খিত স্বর্গলোক নয়।

একটি কথা তো সকলেরই জানা যে, স্বর্গলোগ চিরানন্দময় স্থান বলিয়া কল্পিত। সেখানে আনন্দৈব কেবলম্। কাজকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় প্রভৃতিতে 'চিরমধুনিষ্যন্দ'। এই দেশও তাই বিচিত্র কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আনন্দে মশগুল।

কিন্তু সেই সব কাজ তথা চিন্তা যে জনকল্যাণমূলক তাহা নয়, জনগণের কষ্টোৎপাদক! তাহাতে বা কি? এই ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ যাঁহাদের, তাঁহারা ত আনন্দ পাইতেছেন এবং নির্দ্বিধায় ও নির্বোধভাবে তাহা চালাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা কত স্বাধীন! দুষ্টলোকে 'সমাজবিরোধী' বলে। সমাজের সর্বস্তরের কিছু কিছু মানুষই যখন এই সমস্ত ক্ষতিকারক কর্মে লিপ্ত, তখন আর বলিবার কি থাকে? ঘুষ লওয়া এবং ঘুষ দেওয়া অব্যাহত; বিদ্যালয় গৃহের আসবাব, দরজা-জানালা, চেয়ার-বেঞ্চি প্রভৃতি খোয়া যাওয়া, রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারী অথবা বেসরকারী ভবন নির্মাণে উপকরণাদি অন্যের অজ্ঞাতে অপসারণান্তে নিজ ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অপরের স্বার্থপূরণ; ঔষধ, খাদ্য প্রভৃতিতে বিচিত্র ভেজাল দিয়া এবং বাজারে কাটকাবাজি চালাইয়া অধিক মুনাফা লুণ্ঠন, মতাদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া রাজনীতির বিচিত্র ভেক ধারণ এবং ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য দফায় দফায় দলমত পরিবর্তন, জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির বিনাশসাধন, কীটপতঙ্গের মত নির্বিচারে নরহত্যার যজ্ঞায়োজন, একদা দেশ বিভাগের অশুভ উদ্বোধনের পর চারি দশকে দিকে দিকে দেশের নানা অংশে বিচ্ছিন্নতা-সাধনের প্রবৃত্তির উজ্জীবন, অন্যায়ের দাপটে ন্যায়ের নির্বাসন, যুব শক্তিকে বিভিন্ন ড্রাগসের নেশায় আসক্ত করিয়া শক্তিহীন করা ও তজ্জন্য প্রতিকারাক্ষম প্রশাসন এবং সর্ববিধ অশান্তির দুর্নিবার জাগরণ—সমাজবিরোধিতার আখ্যা-প্রাপ্ত হয় না। দেহের সর্বাংশে পচন ধরিলেও সুস্থ কোন অংশ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিদ্যালয় গৃহাদির দরজা-জানলা আসবাব চুরি যাক অথবা মানুষ অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি চলুক, অথবা বহুবিধস্থানের দাবী উঠুক, কিংবা আর কিছু হউক—'এ আমার, এ তোমার পাপ'। তাই হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। 'হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে/আছে সে ভাগ্যে লিখা'। চলিতেছে এবং চলিবেও। এই 'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান/জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ' ভাবনায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপোষী স্বাধীনতা লাভে মশগুল হইয়া একদিন শাসনযন্ত্র স্বহস্তে লওয়া হইয়াছিল। স্বাধীনতার এহেন পরিণাম স্বাধীন দেশের নাগরিকের এহেন মনোবৃত্তি দূর অতীতের সাধের স্বপ্নকে স্বপ্নেতেই পর্যবসিত করিয়াছে।

যাত্রীদের দুর্গতি চরমে

(১ম পাতার পর)

বাস দুটিকে মুর্শিদাবাদে ফেরৎ পাঠায়। ফলে গোলমাল শুরু হয়। মুর্শিদাবাদ বাস মালিক এ্যাসোশিয়েশনও এর প্রতিবাদে বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদে আসতে বাধা দিতে থাকে। ফলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় প্রায় ৪৫ দিন আগে। ১৭ জুলাই সভায় মুর্শিদাবাদ বাস মালিক এ্যাসোশিয়েশন জঙ্গিপুর আসানসোল রুটের বাসটিকে তার রুটে চলতে দিতে হবে এই দাবী জানায়। কিন্তু বীরভূমের প্রতিনিধিরা জানায় ঐ বাস চালুই হয়নি, চলতে দেওয়ার কথা অবান্তর। অতিরিক্ত জেলা শাসকের রিপোর্টে কিন্তু বাসটি যে ২০ এপ্রিল থেকে চলছিল তা বলা হয়। কিন্তু বীরভূমের প্রতিনিধিরা সে রিপোর্ট মানতে রাজি হন না। এদিকে নতুন আইনানুযায়ী গত ৩০ মে থেকে আর টি ও কোন নতুন পারমিট ইস্যু করতে পারেন না। ৩০ মে থেকে পারমিট ইস্যু করবেন এস, টি, ও। কিন্তু সেই নিয়ম না মেনে বীরভূমের আর টি ও রামপুরহাট থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে মালদহের চাঁচল পর্যন্ত একটি বাসকে রুট পারমিট দেন। এই পরিস্থিতিতে আর টি ওর জেদের ফলে বীরভূম বাস মালিকদেরও ঐ জেলার বাস চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছে বলে মুর্শিদাবাদ জেলার বাস মালিক এ্যাঃ এর প্রভাতেন্দু বাগচি অভিযোগ করেন। এই ভাবেই একে অপরকে দোষ দিয়ে তরজার লড়াই চালাচ্ছেন চেয়ার অলংকৃত করে, আর অন্যদিকে যাত্রীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গবার মুখে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। যার ফলে দাবী দাওয়া মিটাতে তৃতীয় পক্ষের কোন দেশের হস্তক্ষেপ দরকার। এইসব দেখে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ দুটি জেলা পঃ বঙ্গ সরকারের অধীন কিনা সন্দেহ জাগছে। রাজ্য পরিবহন দপ্তর ও তার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা আমলারা কি ঘুমোচ্ছেন এ প্রশ্ন আজ উভয় জেলার সাধারণ যাত্রীর। সর্বশেষ খবর, গত ৭ আগষ্ট থেকে দু'পক্ষের সমঝোতায় উভয় জেলায় বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে।

স্থায়ী ব্যবস্থা দাবী

(১ম পাতার পর)

খাঁচা তৈরী করে তার মধ্যে বোল্ডার ভর্তি করে জলে ফেলা হয়। বর্তমানে গঙ্গার জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার জনসাধারণ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা এই পাথর ছোড়াছুড়ি করতেই ব্যয় হয়ে গেছে। তাতে মানুষের উপকার হয়নি। উপকার হয়েছে ঠিকাদারদের ও ছোট বড় সরকারী আমলাদের। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও সব কিছু জেনেশুনে চুপচাপ। তাই ধুলিয়ানের মানুষের দাবী—প্রতি বছর বোল্ডার ফেলায় যে প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ হয় তা দিয়ে গঙ্গার পাড় বেঁধে ধুলিয়ানকে সর্বনাশা ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করা হোক। এ ব্যাপারে বর্তমান পৌর সভা সচেষ্ট হয়ে যদি ভাঙ্গন রোধে প্রকৃত ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রেখে যে পুরবাসীরা ভুল করেননি তা প্রমাণিত হবে।

ক্লাব সদস্যের বিরুদ্ধে ছিনতাই এর অভিযোগ

জঙ্গিপুর : স্থানীয় টাউন ক্লাবের সদস্য প্রণব ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কর্মী ও কো-অর্ডিনেশনের জনৈক নেতা সুবীর ধর ছিনতাই এর অভিযোগ এনেছেন। খবরে প্রকাশ, অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে সুবীর ধরের সঙ্গে কোন কারণে কথা কাটাকাটির সময় প্রণব ত্রিবেদী নাকি সুবীরকে চড়-চাপড় মারেন। সুবীর পরদিন অফিসে এসে বিডিওর কাছে প্রণবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে, তাঁর নামে সুবীরকে মারধোর অফিসের চাবি ও তিনশত টাকা ছিনতাই এর এক অভিযোগ মহকুমা শাসকের দরবারে বিডিও রিপোর্ট করেন। প্রণবের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হলে তিনি লুকিয়ে পড়েন এবং বহরমপুর কোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে আসেন। জানা যায় ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন অফিস কর্মীকে মারার ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে প্রণবের শাস্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ধর্ষণকারীরা ধরা পড়লো

গনকর ঃ গত ১২ জুলাই রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্তোষপুরের কিশোরী পদ্মাকে (১৩) তার বাবা মার সাক্ষাতে ধর্ষণের এক সংবাদ জঙ্গিপুর সংবাদে ১৮ জুলাই প্রকাশিত হয়। সেই ধর্ষণকারীদের তিনজনের মধ্যে দু'জনকে ২-৮-৯০ গ্রেপ্তার করে। একজন আগাম জামিন পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ তৎপর হলে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তার করা যেতো। কিন্তু পুলিশ তা করেনি। শেষে পদ্মাকে হাজির করে তার বাবা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামী-দের শাস্তির আবেদন জানালে কোর্ট আসামীদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। তখন পুলিশ বাধ্য হয়ে তাদের খোঁজ শুরু করে। ইতিমধ্যে সুযোগ পেয়ে বাকীর সেখ বহরমপুর থেকে আগাম জামিন নিয়ে আসে। জনতার চাপে পুলিশ শেষ পর্যন্ত দু'জন আসামী ভুলাই ও ফেলু সেখকে গ্রেপ্তার করে।

প্রশাসনের বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যান। ২৫ ও ২৬ জুলাই রাজশাহী শহরের সার্কিট হাউসের কন-ফারেন্স রুমে বাংলা দেশের ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টার এস পি বাংলা দেশ রাইফেলসের কম্যাণ্ডার ও ল্যাণ্ড অফিসারের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। বাংলা দেশের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ হিরোইন প্রভৃতি ড্রাগ্‌স্‌ চালান আসায় ঐ দেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে নেশায় আসক্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা ভারত থেকে চোরা পথে গরু, চাল, চিনি, নুন আসছে একথা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা নিতে তাঁরা বেশ কিছু চোরা-চালানকারীকে গ্রেপ্তার করেছেন। পঃ বঙ্গের প্রতিনিধিরা বাংলা দেশ থেকে সোনার বিস্কুট ও রাইফেলের গুলি ভারতে আসছে বলে অভিযোগ করেন। বুলেট গুলি পাকিস্থানে তৈরী বলে জানা যায়। আরোও অভিযোগ বাংলা দেশ হয়ে বিদেশী ভিসি আর, ভি সি পি, ও ইলেকট্রনিক গুডস্‌ ভারতে চোরাপথে প্রবেশ করছে। বাংলা দেশ প্রশাসন বলেন এদেশে বিদেশী মাল রাখা বেআইনী নয়, একমাত্র অন্য দেশে সেগুলি পাচার হলেই বেআইনী। তাই সেগুলি ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলা দেশ রাইফেলসের হাতে রয়েছে বর্ডার এবং স্থানীয় প্রশাসন। তাঁরা ঐ চোরাচালান রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বাংলা দেশ প্রশাসন বলেন তাঁদের কয়েকজন কৃষি গবেষক ভারত সীমান্তে ভুলে প্রবেশ করলে তাঁদের পঃ বঙ্গ সরকার আটক করেন। তাঁদের ছেড়ে দেওয়া ও ভবিষ্যতে এঁরা গেলে সহ-যোগিতার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। চর এলাকায় জমি ও চাষের ফসল কাটা নিয়ে মাঝে মধ্যে বাদবিতণ্ডা হয়। তাই ঠিক হয় আগামী নভেম্বরে উভয় সীমান্তে সার্ভে করে পিলার বসিয়ে সীমান্ত চিহ্নিত করার কাজ করা হবে। আগামী ডিসেম্বরে বহরমপুরে উভয় সরকারের প্রতিনিধিদের আর এক দফা আলোচনা হবে বলে বৈঠকে স্থির হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনে ডাকাতি

বহরমপুর : গত ৩১ জুলাই রাত্রে লালগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। খবর, দুর্বৃত্তরা আশ্রম চত্বরে প্রবেশ করে সেক্রেটারী মহারাজের বুকে পিস্তল ধরে জিনিসপত্র ও নগদে প্রায় ১৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানালেও এখন পর্য্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্‌সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নম্বর ৫৭/১৯৮৯ স্বত্ব

বাদী—সেখ মেসের হোসেন পিতা মৃত দুঃখু সেখ সাং দোহিতপুর, থানা ফরাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

বনাম

বিবাদী—সাফুরা বেওয়া স্বামী মৃত লুত মহম্মদ সেখ সাং দোহিতপুর, থানা ফরাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

উপরোক্ত নম্বর মোকর্দমার বাদী পক্ষ নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিতে "স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে অত্র আদালতের ১৮৩/৬৬ স্বত্ব নং মোকর্দ্দমার এক তরফা ডিক্রী ভুয়া, যোগসাজসী, তঞ্চকমূলক, অকার্য্যকরী হওয়া বা বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর না হওয়া সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপন" প্রার্থনায় দোহিত-পুর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে সর্দার মঞ্জুর হোসেন পিতা মৃত মহম্মদ সেখ সাং দোহিতপুর, থানা ফরাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ—মহাশয়কে ১০নং মোঃ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ তথা মাতব্বর সকল স্বার্থযুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করানো যায় যে, কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দমা Contest করিতে পারেন। উক্ত মোকর্দমার ধার্য্য দিন আগামী ইংরাজী ১০-৯-৯০ তারিখে ধার্য্য আছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত এ্যাডভোকেট বা উকিল মারফত হাজির হইয়া আবশ্যকীয় তদ্বিরাদি না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দমা শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল চৌহদ্দি

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা ফরাক্কা, মৌজে দোহিতপুর খং নং ৩৭২ দাগ নং ৪৬৬ পরিমাণ ২৯ শতক তদুপরিস্থিত দুই-খানি আম্রবৃক্ষসহ।

By Order
Sherestader.
2nd Munsif Court, Jangipur

পাট চাষীদের প্রতি

পাট বিক্রয়ের সুবিধার্থে এ বছর প্রত্যেক পাট চাষীকে নতুন জুট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরাতন জুট কার্ড ফেরত দিলে নতুন কার্ড দেওয়া হবে। আর যদি কারও পুরাতন জুট কার্ড হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে বা কেহ নতুন ভাবে পাট চাষ করে থাকেন, তারাও জুট কার্ড পাবেন। তবে তাদের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়ত প্রধানের কাছ থেকে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে যে "তিনি একজন পাট চাষী এবং কত পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করেন।"

ব্লকে B. L. L. R. O. দের অধীনে যে সকল Revenue Inspector এবং ভূমি সহায়ক/আমীন আছেন, তাঁদের মাধ্যমে এবং গ্রাম পঞ্চায়তের সহায়তায় প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তে বসেই নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের অধীনের পাট চাষীগণকে জুট কার্ড বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাট চাষীগণকে নিজ নিজ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই জুট কার্ড পেতে কোন অসুবিধা হলে স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক/মহকুমা কৃষি আধি-কারিকের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রচারিত।

ছিনতাই এর চেষ্টা পণ্ড আট দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩১ জুলাই গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত বাস ও লরী ছিনতাই এর উদ্দেশ্যে এই থানার রমজানপুরের কাছে রাস্তায় জড়ো হয়। পুলিশ গ্রামের লোক মারফৎ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতেনাতে আট দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। বাকীরা পালিয়ে যায়। ওদের কাছ থেকে পুলিশ একটি পিস্তল ও বেশ কিছু গুলি উদ্ধার করে। দুর্বৃত্তদের বাড়ী দেউলী, দোগাছি, দস্তামারা ও জঙ্গিপুর সাহেব-বাজারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। আর এক খবরে প্রকাশ ঐ দিনই ভোর রাত্রে স্থানীয় পুলিশ সুজাপুরের এক বাড়ীতে রেড করে পাথর ফাটানো ৫০টি গ্রেনেড, কিছু তাজা বোমা ও ৫।৬ কেজি বোমা তৈরীর মশলা আটক করে। এই ঘটনায় ঐ বাড়ীর সমীর সেখ ও আলাউদ্দিন সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রতনপুরে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবী

ধুলিয়ান : সমসেরগঞ্জ থানার কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়তের অধীন রতনপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ষ্টেশন সুপারিনটেনডেণ্ট ধুলিয়ান ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর কাছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। অথচ এই গ্রাম্য পথটি ধুলিয়ান শহর ঢোকার একমাত্র পথ। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিবকেও জানানো হয়েছে বলে প্রকাশ।

চুল্লু বিক্রি হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরবরাহ বর্তমানে স্থানীয় ছাত্র, যুবকদেরও মাথা খেয়ে নিচ্ছে বলে খবর। পুলিশ সব কিছুই জানে। মহকুমা প্রশাসন, রাজনৈতিক দল-গুলি এবং পুলিশ নিজের নিজের স্বার্থ ভুলে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যদি সজাগ হন, তবে এই ব্যবসা বন্ধ করতে পারা যায় না এ কথা স্থানীয় জনগণ ভাবতেও পারেন না।

বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করতে জন শিক্ষা

সাগরদীঘি : বোথারা ১নং পঞ্চায়েত অফিসে ২৮ জুলাই থেকে 'নিজে শেখো, অপরকে শেখাও' পদ্ধতিতে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করতে জন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। গ্রামসেবকগণ গ্রামে গ্রামে গিয়ে বৃক্ষ রোপণে সকলকে উৎসাহিত করে গাছ লাগানো শেখাচ্ছেন এবং সমাজ জীবনে বায়ু দূষণ রোধে, বর্ষাকে সুনিয়মিত করার ক্ষেত্রে গাছের প্রয়োজনীয়তা কি তা সকলকে বোঝাচ্ছেন। তাঁরা যাঁদের গাছ লাগানোয় উৎসাহিত করছেন তাঁদেরকে শেখাচ্ছেন নিজে শিখে অপরকে শেখাতে এবং পরস্পরকে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করতে।

পার্শেল বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য সরকারের ট্রেজারী অফিসের মাধ্যমে আসতো। আশির দশক থেকে ডাক বিভাগ নিজের হাতে এই সরবরাহের ভার তুলে নেন এবং সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বড় বাজারে (কলিকাতা) ষ্ট্যাম্প ষ্টোর গড়ে তোলেন। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে এই রকম বিভ্রাট হচ্ছে। জনগণের দাবী পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল চিফ পি এম জি এ বিষয়ে তদন্ত করে জনগণের দুর্দশা দূর করার ব্যবস্থা করুন।

জায়গা বিক্রয়

১। রঘুনাথগঞ্জের গার্লস হাই স্কুলের সংলগ্ন আনুমানিক ১৮ কাঠা বসত উপযোগী জায়গা একত্রে অথবা প্লট হিসাবে,

২। মহম্মদপুরে জঙ্গিপুর কলেজ ফুটবল মাঠ সংলগ্ন ১ একর ১০ শতক পরিমাণ বসত উপযোগী জায়গা একত্রে অথবা প্লট হিসাবে,

৩। উমরপুর মোড়ে পাকা রাস্তা সংলগ্ন ব্যবসা উপযোগী আনুমানিক ৯ (নয়) কাঠা জায়গা একত্রে অথবা প্লট হিসাবে,

৪। উমরপুর মোড়ে মুরারই পাকা রাস্তা সংলগ্ন আনুমানিক ১০ (দশ) কাঠা জায়গা ব্যবসা উপযোগী একত্রে অথবা প্লট হিসাবে বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : গৌতম ফার্মেসী, হসপিটাল মোড়।
ফোন : ১৭৩, রঘুনাথগঞ্জ।

প্রকাশ্য রাজপথে ছিনতাই

ধুলিয়ান : গত ১৮ জুলাই রাত প্রায় ১০টার সময় স্থানীয় বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুব্রত পোদ্দার ৫৬ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ী যাওয়ার সময় পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের হরিসভার কাছে কয়েকজন দুষ্কৃতী টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। শ্রীপোদ্দার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনা সমসেরগঞ্জ থানায় জানান। থানা ও ফাঁড়ির যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় মহিবুল সেখ ও মোয়াজ্জেম সেখকে গ্রেপ্তার করে তাদের নিকট থেকে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। দুষ্কৃত-কারীরা ঘটনা স্বীকার করলে তাদের গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়।

গত ২৫ জুলাই ধুলিয়ানের বার বনিতা পাড়ায় মালঞ্চা গ্রামের কয়েক-জন মাস্তান মত্ত অবস্থায় হামলা চালায়। তাদের নিকট পিস্তল, পাইপগানও ছিল। প্রচণ্ড হৈ চৈ চলাকালীন ডিউটি রত পুলিশ তাদের তাড়া করলে তিনজন গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায় এবং মালঞ্চা গ্রামের খুরসেদ সেখ পাইপগানসহ ধরা পড়ে। বাকী তিনজনকে পুলিশ খুঁজছে বলে জানা যায়।

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজিঃ নং L/44399

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ—কামশন এজেণ্ট চাই

ভর্তি চলছে — আনন্দ সংবাদ — ভর্তি চলছে

এ যুগ নতুন যুগ, কম্পিউটারের যুগ। সর্ব স্তরে প্রতিযোগিতার যুগ।
আমরা আপনাকে সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুযোগ করে দেবো।
আসুন
Centre for Carrier Development Courses :

১। কম্পিউটার ট্রেনিং, ২। স্পোকেন ইংলিশ,
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি, ৪। কমার্স।
: যোগাযোগ :
এস, এন, চ্যাটার্জী — বি, পি, চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত